ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন) আইন, ১৯২৩

বিষয়বস্তু

পরিচ্ছেদ-১

প্রারম্ভিক

মুখবন্ধ ঃ

ধারাসমূহ ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।
২। সংজ্ঞা।

পরিচ্ছেদ-২

আইনের প্রয়োগ।

৩। ক্যান্টনমেন্টসমূহ বা ক্যান্টনমেন্টসমূহের অংশ যাহাতে আইন কার্যকর হইবে।
৪। লিখিত দলিলসমূহ হেফাজত।

পরিচ্ছেদ-৩

গৃহাদি অধিকারকরণ

৫। অধিকারান্তে গৃহাদির দায়িত্ব।
৬। যেই সকল শর্তে গৃহাদি অধিকার করা যাইবে।
৭। গৃহাদি ইজারায় গ্রহণের পদ্ধতি।
৮। [রহিত]।
৯। হাসপাতাল হিসাবে গৃহ দখল করার পূর্বে অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন।
১০। কতিপয় ক্ষেত্রে গৃহাদি অধিকার করা যাইবে না।
১১। গৃহের দখল প্রদানের জন্য সময় অনুমোদন।
১২। বাড়ী সমর্পন যখন বাধ্যতামূলক হইবে।
১৩। ধারা ৭ এর অধীনে নোটিশ জারিকৃত মালিকের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারকে ক্রয়ের অনুরোধ করার অধিকার।
১৪। ভাড়াটিয়া কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী ইজারায় ভোগকৃত বাড়ীর ক্ষেত্রে বিধান।
১৫। ভাড়ার প্রশ্নে দেওয়ানী আদালতে উল্লেখের জন্য মালিকের ক্ষমতা।
১৬। মেরামতের প্রশ্নে দেওয়ানী আদালতে মালিকের উল্লেখের ক্ষমতা।
১৭। মেরামত করানো এবং ব্যয় আদায়ের ক্ষমতা।
১৮। ক্যান্টনমেন্টে গৃহ সম্পর্কিত স্বার্থ বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ-৪

১৯। উল্লেখের ক্ষেত্রে এখতিয়ার।
২০। আদালতের কার্যপদ্ধতি এবং ক্ষমতা।
২১। তদন্তের পরিধি সীমিতকরণ।
২৩। ২২ হইতে ২৮ [রহিত]।

পরিচ্ছেদ-৫

২৯। হাইকোর্টে আপীল।
৩০। জেলার অফিসার কমান্ডিং এর নিকট আপীল।
৩১। আপীলের দরখাস্ত।
৩২। চূড়ান্ত আপীলের আদেশ।
৩৩। আপীল বিচারাধীন অবস্থায় কার্যক্রম স্থগিতকরণ।

পরিচ্ছেদ-৬

৩৪। নোটিশ এবং ফরমায়েশসমূহ জারিকরণ।
৩৪ক। তামাদির সময় গণনাকরণ।
৩৫। বিধি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩৬। বিধি সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধানসমূহ।
৩৭। অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৫৫৬ এর প্রযোজ্যতা।
৩৮। আইনের অধীনে কর্মরত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা।
৩৯। [রহিত]।

তফসিল।- [রহিত]

---

[১]১৯২৩ সনের ৬ নং আইন

[৫ মার্চ, ১৯২৩]

ক্যান্টনমেন্টসমূহে সামরিক কর্মকর্তাদের গৃহ-আবাসন সম্পর্কিত আইন অধিকতর সংশোধন এবং একত্রিকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টসমূহে সামরিক কর্মকর্তাদের গৃহ-আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন অধিকতর সংশোধন এবং একত্রিকরণ প্রয়োজন; সেইহেতু নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

পরিচ্ছেদ-১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন) আইন, ১৯২৩ নামে অভিহিত হইবে।

[১] উদ্দেশ্য এবং কারণসমূহের বিবরণের জন্য, ভারত গেজেট, ১৯২২, অংশ ৫, পৃষ্ঠা ২৩৩ এবং যৌথ কমিটির রিপোর্টের জন্য ভারত গেজেট, ১৯২৩ অংশ ৫, পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য।

[খ][(২) ইহা সমগ্র পাকিস্তানে প্রযোজ্য হইবে।][৩]

(৩) ইহা এপ্রিল, ১৯২৩ এর প্রথম দিনে বলবৎ হইবে, কিন্তু ইহা কোন ক্যান্টনমেন্ট বা একটি ক্যান্টনমেন্টের কোন অংশে এতদ্‌পরবর্তীতে ধারা ৩ এ বিধিত রূপে বা অন্যরূপে একটি প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত কার্যকর হইবে না ঃ

শর্ত থাকে যে, [৪]ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন) আইন, ১০২ (১৯০২ এর ২) এর ধারা ৩ এর অধীনে জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, যাহা এই আইন প্রবর্তনের সময় বলবৎ ছিল, উহা এই আইনের ধারা ৩ এর অধীনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনরূপে গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,-

(ক) "ব্রিগেড এলাকা" অর্থ ব্রিগেড এলাকাসমূহের একটি, উহা একটি ব্রিগেড কর্তৃক অধিকৃত হউক বা না হউক, যাহাতে [৫][পাকিস্তান] কে সামরিক উদ্দেশ্যে সময় সময় বিভক্ত করা হয় এবং উহার মধ্যে যেই কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা [৬][কেন্দ্রীয় সরকার] [৭][সরকারী গেজেটে] প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের কোন বা সকল উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য একটি ব্রিগেড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে;

[৮][*(খ)* "ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত একটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;]

(গ) "কমান্ড" অর্থ কমান্ডসমূহের একটি যাহাতে [৯][পাকিস্তান] কে সামরিক উদ্দেশ্যে সময় সময় বিভক্ত করা হয় এবং ইহার মধ্যে যেই কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা [৬][কেন্দ্রীয় সরকার], [৭][সরকারী গেজেটে] প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের কোন বা সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি কমান্ড হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে;

(ঘ) [১০][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] অর্থ বর্তমানে একটি ক্যান্টনমেন্টের বাহিনীসমূহের নিয়ন্ত্রণেরত কর্মকর্তা [১১][বা যদি ঐ কর্মকর্তা জেলার কমান্ডিং অফিসার হন, তবে ঐ কর্মকর্তা যিনি জেলার কমান্ডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে বাহিনীসমূহের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন];

---

[২] মূল উপ-ধারা (২) যদ্রূপ প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭, প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৪৯ এবং ফেডারেল আইনসমূহ (সংশোধন এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৫১ (১৯৫১ এর ২৬) এর ধারা ৮ দ্বারা সংশোধিত; উহা কেন্দ্রীয় আইনসমূহ (আইন সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ এর ২১) ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা (১৪ অক্টোবর, ১৯৫৫ হইতে) প্রতিস্থাপন করা হইয়অছে।

[৩] এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে-

(i) বেলুচিস্তানের ইজারা প্রদত্ত এলাকাসমূহ, বেলুচিস্তানের ইজারা প্রদত্ত এলাকাসমূহ (আইনসমূহ) আদেশ, ১৯৫০ (জি জি ও ৩, ১৯৫০) দ্রষ্টব্য; এবং বেলুচিস্তানের ফেডারেল এলাকাসমূহে প্রযোজ্য, ভারত গেজেট, ১৯৩৭, অংশ ১, পৃষ্ঠা ১৪৯৯ দ্রষ্টব্য।

(ii) বেলুচিস্তান স্টেটস ইউনিয়ন, বেলুচিস্তান স্টেটস ইউনিয়ন (ফেডারেল আইনসমূহ) (সম্প্রসারণ) আদেশ, ১৯৫৩ (জি জি ও ৪, ১৯৫৩) যদ্রূপ বেলুচিস্তান স্টেটস ইউনিয়ন, (ফেডারেল আইনসমূহ) (সম্প্রসারণ) দ্বিতীয় (সংশোধন) আদেশ ১৯৫৩ (জি জি ও ১৯, ১৯৫৩) দ্বারা সংশোধিত; এবং

(iii) খায়েরপুর রাজ্য, জিজিও ৫, ১৯৫১ দ্রষ্টব্য, যদ্রূপ জিজিও ২৪, ১৯৫৩ দ্বারা সংশোধিত।

এই আইন গোয়াদার এ, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ হইতে, গোয়াদার (কেন্দ্রীয় আইনসমূহ প্রয়োগ) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ এর ২৭), ধারা ২ দ্বারা বলবৎ হইয়াছে এবং হইবে হিসাবে গণ্য হইবে।

[৪] এই আইনের ধারা ৩৯ এবং তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৪৯ দ্বারা "ভারত" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "জিজি ইন সি" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭] "ভারত গেজেট" এর স্থলে প্রাগুক্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৮] এই দফা, যাহা মূলে (খখ) হিসাবে লিখিত ছিল, উহা ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধনী) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০) ধারা ২ দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়। ইহাকে (খ) হিসাবে পুন:লিখিত হয় এবং ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯), ধারা ২ দ্বারা মূল দফা (খ) সংশোধিত হয়।

[৯] ফেডারেল আইনসমূহ (সংশোধন ও ঘোষণা) আইন, ১৯৫১ (১৯৫১ এর ২৬) ধারা ৪ এবং তফসিল ৩ দ্বারা "ভারত" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১০] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০), ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১১] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন) (সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯), ধারা ২ দ্বারা সন্নিবিষ্ট।

(ঙ) "জেলা" অর্থ জেলাসমূহের একটি যাহাদের মধ্যে [১২][পাকিস্তান] কে সামরিক প্রয়োজনে বর্তমান সময়ে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে একটি ব্রিগেড এলাকা যাহা এইরূপ কোন জেলার অংশ নহে, এবং কোন এলাকা যাহা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল বা কোন উদ্দেশ্যে একটি জেলা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারেন, উহা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "গৃহ" অর্থ একজন সামরিক কর্মকর্তা বা সামরিক মেস দ্বারা দখল করার উপযুক্ত গৃহ এবং ইহাতে একটি গৃহ সংলগ্ন ভূমি এবং দালানাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "সামরিক কর্মকর্তা" অর্থ [১৩][পাকিস্তানের সেনা বাহিনী বা বিমান বাহিনীর] একজন কমিশন প্রাপ্ত অফিসার বা ওয়ারেন্ট অফিসার, যিনি একটি ক্যান্টনমেন্টে সামরিক বাহিনী বা বিমান বাহিনীতে কর্মরত এবং ইহাতে ক্যান্টনমেন্টে সেনাদের সংগে কর্মরত একজন যাজক, [১৪][ক্যান্টনমেন্ট বিভাগের] এবং সামরিক বিভাগের চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যাহাকে জেলার অফিসার কমান্ডিং এই আইনের উদ্দেশ্যে একটি লিখিত আদেশ বলে একই পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(জ) "মালিক" বলিতে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যিনি একটি গৃহের খাজনা গ্রহণ করিতেছেন বা গ্রহণ করার দাবীদার, উহা তাহার নিজের জন্য বা নিজের পক্ষে এবং অন্যদের পক্ষে হউক বা একজন এজেন্ট বা ট্রাষ্টি হিসাবে হউক বা যিনি যদি গৃহটি একজন ভাড়াটিয়ার কাছে ভাড়া প্রদান করা হয় তাহা হইলে এইরূপ ভাড়া গ্রহণ করিবেন বা উহা গ্রহণ করিতে দাবীদার হইবেন; এবং

(ঝ) একটি গৃহ যুক্তিযুক্ত মেরামতকৃত অবস্থায় গণ্য হইবে যখন -

(i) সকল মেঝ, দেওয়াল, স্তম্ভ এবং তোরণসমূহ সুষ্ঠুভাবে আছে এবং ছাদসমূহ সুষ্ঠু এবং জল অনুপ্রবেশ রুদ্ধ অবস্থায় আছে,

(ii) সকল দরজা জানালা সঠিক, যথাযথরূপে রং করা বা তৈল লাগানো আছে এবং উহাতে উপযুক্ত তালা বা বল্টু বা অন্য নিরাপদ বন্ধকসমূহ লাগানো আছে এবং

(iii) সকল কক্ষ, বহির্বাটিসমূহ এবং সংযুক্ত দালানাদি যথাযথভাবে রং লাগানো বা চুনা প্রলেপ লাগানো আছে।

(২) কোন ভূমি বা দালানাদি কোন গৃহ সংলগ্ন কি না এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উহা [১৫][স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার] মিমাংসা করিবেন যাহার সিদ্ধান্ত [১৬][কালেক্টার] কর্তৃক সংশোধন সাপেক্ষে, চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

পরিচ্ছেদ-২

আইনের প্রয়োগ।

৩। **যেই ক্যান্টনমেন্টসমূহ বা ক্যান্টনমেন্টসমূহের অংশে এই আইন কার্যকর হইবে।**- (১) [১৭][কেন্দ্রীয় সরকার], [১৮][× × ×], [১৯][সরকারী গেজেটে] প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ক্যান্টনমেন্ট বা একটি ক্যান্টনমেন্টের যেই কোন অংশে [২০][× × ×], [২১][× × ×] এই আইন কার্যকর ঘোষণা করিতে পারেন।

---

[১২] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৪৯ দ্বারা "ভারত" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৩] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৬১, নিয়ম ২ এবং তফসিল দ্বারা "হিজ ম্যাজেস্টিজ সেনা বা বিমান বাহিনী" এর স্থলে (২৩ মার্চ, ১৯৫৬ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

[১৪] ১৯২৫ সনের ১০ নং আইন, ধারা ২ দ্বারা "একজন ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৫] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৬] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১০৩০ এর ৯), ধারা ২ দ্বারা "জেলা ম্যাজিস্ট্রেট" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৭] ১৯৩৭ এর প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা "স্থানীয় সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৮] প্রাগুক্ত সূত্রে "গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[১৯] প্রাগুক্ত সূত্রে "স্থানীয় সরকারী গেজেট" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২০] প্রাগুক্ত সূত্রে "প্রদেশে অবস্থিত" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২১] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৪৯ দ্বারা "একটি ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত একটি প্রেসিডেন্সী-শহরে মধ্যে অবস্থিত" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন ক্যান্টনমেন্ট বা একটি ক্যান্টনমেন্টের অংশ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারি করা প্রয়োজন কি না, কিংবা উহাতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবিত কোন অংশ (যদি থাকে) উহা হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন কি না তাহা নির্ধারণ করার জন্য একটি স্থানীয় তদন্ত পরিচালনা করিবেন।

[২২][৪। **লিখিত দলিলাদি হেফাজত**।- এই আইনের কোন কিছুই কোন [২৩][সরকারী] চুক্তিকে প্রভাবিত করিবে না [২৪]যদি না ঐ চুক্তির সকল পক্ষ এই আইনের নিয়মসমূহ দ্বারা আবদ্ধ, এইরূপ লিখিতভাবে সম্মত হন।]

পরিচ্ছেদ-৩

গৃহাদি অধিকারকরণ

৫। **অধিকারান্তে গৃহাদির দায়িত্ব**।- একটি ক্যান্টনমেন্ট বা একটি ক্যান্টনমেন্টের কোন অংশ, যাহা সম্পর্কে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপন বর্তমানে বলবৎ, উহা কেন্দ্রীয় [২৫][সরকার কর্তৃক] এতদ্‌পরবর্তীতে উল্লেখিত ধরন এবং শর্তসমূহ সাপেক্ষে অধিকারযোগ্য হইবে।

[২৬][৬। **যেই সকল শর্তে গৃহাদি অধিকার করা যাইবে**।- (১) যেই ক্ষেত্রে-

(ক) একজন সামরিক কর্তকর্তা যিনি ক্যান্টনমেন্টে চাকুরীরত বা বদলী হইয়াছেন, বা ক্যান্টনমেন্টে একটি সামরিক মেস এর প্রেসিডেন্ট, তিনি যদি লিখিতভাবে এই মর্মে স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং এর নিকট দরখাস্ত করেন যে, তিনি তাহার বা মেস এর জন্য বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত শর্তে কোন বাসস্থান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং [২৭][সরকারের মালিকানাধীন] কোন উপযুক্ত গৃহ বা কোয়ার্টার তাহার বা মেস এর দখলের জন্য পাওয়া যাইতেছে না এবং স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার তদন্তের পর এইরূপ বর্ণিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন; বা

(খ) স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার তদন্তের পর এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে, ক্যান্টনমেন্টে পর্যাপ্ত এবং বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে সামরিক কর্মকর্তাদের এবং সামরিক মেসসমূহের প্রয়োজন মিটাইবার ন্যায় যুক্তিযুক্ত ভাড়ায় গৃহাদির সরবরাহ নাই, যাহাদের জন্য ক্যান্টনমেন্টে আবাসনের ব্যবস্থা করা তাহার মতে প্রয়োজন এবং সুবিধাজনক,

সেই ক্ষেত্রে স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার, ধারা ৫ এর অধীনে দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক করার জন্য যেই কোন গৃহের মালিকের উপর, যাহা তাহার নিকট একজন সামরিক কর্মকর্তা বা একটি সামরিক মেস দ্বারা, ক্ষেত্রমতে, দখল করার উপযুক্ত মনে হয়, যাহা ক্যান্টনমেন্টের অংশ বিশেষে বলবৎ থাকে, তবে ঐ অংশের মধ্যে অবস্থিত মালিককে এইরূপ ব্যক্তি দ্বারা এবং এইরূপ তারিখে যাহা নোটিশ জারির পর হইতে পরিষ্কার তিনটি দিনের কম হইবে না এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে এইরূপ সময়ে, যাহা নোটিশে নির্দিষ্ট করা হইবে; গৃহটি পরিদর্শন, পরিমাপ এবং জরিপ করানোর জন্য অনুমতি প্রদান আবশ্যক করিয়া একটি নোটিশ জারি করিতে পারেন।

---

[২২] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা মূল ধারা ৪ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২৩] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৬১, নিয়ম ২ দ্বারা "ক্রাউন" এর স্থলে (২৩ মার্চ, ১৯৫৬ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

[২৪] সংজ্ঞার জন্য জেনারেল ক্লজেজ আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭ এর ১০) ধারা ৩(১৪ক) দ্রষ্টব্য।

[২৫] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা "সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২৬] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯), ধারা ৩ দ্বারা মূল ধারা ৬ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২৭] "সরকারের মালিকানাধীন" শব্দসমূহ প্রথমে প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৬১, নিয়ম ২ দ্বারা (২৩ মার্চ, ১৯৫৬ হইতে) উপরে বর্ণিত রূপে পাঠ্য হিসাবে সংশোধন করা হয়।

(২) এইরূপে নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে, মালিক নোটিশে নির্ধারিত ব্যক্তিকে গৃহটি পরিদর্শন, পরিমাপ এবং জরিপ এর উদ্দেশ্যে সকল যুক্তিযুক্ত সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি তিনি ঐ রূপ করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে প্রণীত যেই কোন বিধিমালা সাপেক্ষে প্রাঙ্গণাদিতে প্রবেশ এবং বর্ণিত উদ্দেশ্যে যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেন।]

৭। **গৃহাদি ইজারায় গ্রহণের পদ্ধতি।**- (১) যদি, পূর্বে বর্ণিত এইরূপ রিপোর্টের ভিত্তিতে [২৮][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] সন্তুষ্ট হন যে, গৃহটি একজন সামরিক কর্মকর্তা বা একটি সামরিক মেস এর দখলের উপযুক্ত, তাহা হইলে তিনি [২৯][× × ×] নোটিশ দ্বারা –

(ক) মালিককে [৩০][কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট] গৃহটি ইজারা প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের দলিল সম্পাদন করা, যাহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না, আবশ্যক করিতে পারেন।

(খ) বর্তমান দখলকারীকে, যদি থাকে, গৃহটি খালি করা আবশ্যক করিতে পারেন; এবং

(গ) মালিককে যেইরূপ নোটিশে নির্ধারণ করা হয়, ঐ সময়ের মধ্যে, ঐরূপ মেরামত সম্পন্ন করা আবশ্যক করিতে পারেন, যাহা [২৮][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] এর মতে গৃহটিকে একটি যুক্তিযুক্ত মেরামতের পর্যায়ে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজন হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারিকৃত প্রত্যেক নোটিশে গৃহটির জন্য যুক্তিযুক্ত বার্ষিক ভাড়া যাহা মালিক প্রয়োজনীয় মেরামত, যদি থাকে, সম্পাদন করিবেন, এই ধারনার ভিত্তিতে হিসাবকৃত, উল্লেখ থাকিবে, ইহাতে এইরূপ মেরামতের ব্যয়ের প্রাক্কলনও থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে সম্পাদিত প্রত্যেক ইজারার শর্তসমূহ নিম্নরূপ গণ্য হইবে, যেমন ঃ-

(ক) গৃহটি ইজারা সমাপ্তির পর মালিককে যুক্তিযুক্ত মেরামতকৃত অবস্থায়, পুন:হস্তান্তর করা হইবে, এবং

(খ) গৃহ সংলগ্ন মাঠসমূহ এবং বাগান, যদি থাকে, ঐগুলি ইজারা সম্পাদনের সময় যেই অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থাতেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে ঃ

[৩১][শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ১০৮ এর দফা (ঙ) তে নির্ধারিত [৩০][কেন্দ্রীয় সরকারের] ইজারা এড়াইবার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে বলিয়া গণ্য করা হইবে না।]

৮। [*একটি গৃহ ইজারা গ্রহণের পূর্বে অনুসরণীয় পদ্ধতি*] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৫ দ্বারা রহিত।

৯। **হাসপাতাল ইত্যাদি হিসাবে গৃহ দখল করার পূর্বে অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন।**- কোন ক্যান্টনমেন্টে বা একটি ক্যান্টনমেন্ট এর কোন অংশ যাহাতে এই আইন কার্যকর, উহাতে অবস্থিত কোন গৃহ, যদি ইহা এই আইন ঘোষণার প্রজ্ঞাপন জারির তারিখে এইরূপে দখলকৃত না থাকে, বা [৩২]ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন)

---

[২৮] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধনী) আইন ১৯২৫ এর ১০), ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২৯] "জেলার কমান্ডিং অফিসার এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে" শব্দসমূহ, ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধনী) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৪ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৩০] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা "সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩১] শর্ত, ক্যান্টমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবিষ্ট।

[৩২] এই আইনের ধারা ৩৯ এবং তফসিল দ্বারা পরিবর্তিত।

আইন, ১৯০২, ক্ষেত্রমত, বলবৎ না থাকে, তাহা হইলে উহা একটি হাসপাতাল, স্কুল, স্কুল-হোস্টেল, ব্যাংক, হোটেল বা দোকান বা একটি রেল প্রশাসন, একটি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যাহা ব্যবসায় বা বাণিজ্যে নিযুক্ত, বা একটি ক্লাব কর্তৃক জেলার অফিসার কমান্ডিং এর পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত, যাহা কমিশনার এর বা একটি প্রদেশ যেই স্থানে কোন কমিশনার বিদ্যমান নাই, সেই স্থানে কালেক্টার এর সম্মতিক্রমে প্রদত্ত।

১০। **কতিপয় ক্ষেত্রে গৃহাদি অধিকার করা হইবে না।**- ধারা ৭ এর অধীনে নোটিশ জারি করা হইবে না, যদি গৃহটি –

(ক) এই আইন বা ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন) আইন, ১৯০২ ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করার তারিখে, ক্ষেত্রমতে, ক্যান্টনমেন্টে বা ক্যান্টনমেন্টের কোন অংশে বলবৎ হওয়ার কথা ছিল বা উহা ধারা ৯ এর অধীনে যেইরূপ অনুমোদন প্রয়োজন হয় উহা প্রাপ্তির পর, একটি হাসপাতাল, স্কুল, স্কুল-হোস্টেল, ব্যাংক, হোটেল বা দোকান হিসাবে দখলকৃত ছিল, এবং যখন নোটিশ জারির কারণ ঘটে তাহার সরাসরি পূর্বের তিন বৎসর পর্যন্ত ঐরূপে দখলকৃত ছিল, বা

(খ) দফা (খ) তে উল্লেখিত নোটিশের তারিখে, একটি রেল প্রশাসন বা একটি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যাহা ব্যবসায় বা বাণিজ্যে লিপ্ত বা একটি ক্লাব কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত অনুমোদনক্রমে দখলকৃত ছিল, বা

(গ) মালিক কর্তৃক দখলকৃত, বা

(ঘ) [৩৩][প্রাদেশিক সরকার] কর্তৃক জেলার অফিসার কমান্ডিং এর সম্মতিক্রমে বা [৩৪][কেন্দ্রীয় সরকার] কর্তৃক, একটি সরকারী অফিস বা অন্য কোন প্রয়োজনে অধিকার করা হইয়াছে।

১১। **গৃহের দখল প্রদানের জন্য সময় অনুমোদন।**- (১) যদি একটি গৃহ খালি থাকে, তাহা হইলে ধারা ৭ এর অধীনে মালিককে প্রদত্ত একটি নোটিশ বলে তাহাকে, নোটিশ জারির একুশ দিনের মধ্যে [৩৫][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] এর নিকট উহার দখল প্রদান আবশ্যক করা হইবে।

(২) যদি গৃহটি দখলকৃত থাকে, তাহা হইলে ধারা ৭ এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশ বলে উহা নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের পূর্বে খালি করা আবশ্যক করা হইবে না।

(৩) যেই ক্ষেত্রে ধারা ৭ এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হইয়াছে, এবং উহার ফলশ্রুতিতে গৃহটি খালি করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে যেই দিন গৃহটি এইরূপে খালি করা হইয়াছে ঐ দিন হইতেই ইজারা শুরু হইয়াছে গণ্য করা হইবে।

১২। **বাড়ী সমর্পণ যখন বাধ্যতামূলক হইবে।**- যদি মালিক ধারা ৭ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশের অনুসরণে [স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার] এর নিকট একটি গৃহের দখল প্রদানে ব্যর্থ হন বা যদি বর্তমান দখলকারী এইরূপ নোটিশ অনুসরণে একটি গৃহ খালি করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বা তাহা দ্বারা এই বিষয়ে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি প্রাঙ্গণাদিতে প্রবেশ করিবেন এবং বাড়ীটি সমর্পণ বলবৎ করিবেন।

১৩। **ধারা ৭ এর অধীনে নোটিশ জারিকৃত মালিকের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়ের অনুরোধ করার অধিকার।**- (১) যদি একটি গৃহ যাহা সম্পর্কে ধারা ৭ এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হইয়াছে, উহা [৩৪][কেন্দ্রীয় সরকারের] সন্তুষ্টিমত বা যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালতের রায় বা আদেশ দ্বারা নিম্নরূপে নির্মিত হইয়াছে দেখা যায় বা প্রমাণিত হয় –

---

[৩৩] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা "স্থানীয় সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৪] প্রাগুক্ত দ্বারা "গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৫] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০) ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(ক) বঙ্গে ১৮৬৪ সনের ডিসেম্বরের অষ্টম দিনের পূর্বে বলবৎ যেই কোন শর্ত, বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীনে নির্মিত হইয়াছে এবং গৃহটি তাহার দখলের জন্য অধিকারের উদ্দেশ্যে দরখাস্তকৃত কোন কর্মকর্তা বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বা সরকারের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করার জন্য মালিককে ক্ষমতা অর্পন করা হইয়াছে;

[৩৬][* * * * * * *]

তাহা হইলে মালিকের হয় নোটিশ মান্য করার বা গৃহটি [৩৭][কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিক্রয় করার জন্য প্রদান] এই দুই এর যেই কোন একটি বাছাই করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) যদি মালিক গৃহটি বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহণ করেন এবং [৩৮][কেন্দ্রীয় সরকার] উহা ক্রয় করিতে আগ্রহী হন, তাহা হইলে ক্রয়ের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নটি, যদি দ্বিমত দেখা দেয়, তবে উহা [৩৯][অধ্যায় ৪ এর বিধানসমূহ অনুসারে একটি দেওয়ানী আদালতে] প্রেরণ করা হইবে।

১৪। **ভাড়াটিয়া কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী ইজারায় ভোগকৃত বাড়ীর ক্ষেত্রে বিধান।**- (১) যদি একটি গৃহ, যাহা সম্পর্কে ধারা ৭ এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হইয়াছে, উহা একজন ভাড়াটিয়া কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এবং এক বৎসরের অতিরিক্ত কোন মেয়াদে একটি নিবন্ধনকৃত ইজারার অধীনে মূল্যবান বিনিময়ের পরিবর্তে দখল করা হইতেছে, সেইক্ষেত্রে [৪০][কেন্দ্রীয় সরকার] যেই তারিখে গৃহটি নোটিশের অনুসরণে খালি করা হইয়াছে, উহা হইতে এক বৎসর মেয়াদে বা ইজারার অসমাপ্ত সময় মেয়াদে, যেইটি কম হইবে, মালিকের নিকট, এই আইনে ভাড়ার পরিবর্তে নিবন্ধনকৃত ইজারা অনুসারে নির্ধারিত ভাড়ার জন্য দায়ী থাকিবেন, যদি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়া এইরূপে প্রদেয় ভাড়ার অতিরিক্ত হয়।

(২) যদি একটি গৃহ যাহা সম্পর্কে ধারা ৭ এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হইয়াছে, উহা একজন ভাড়াটিয়া কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এবং বৎসর হইতে বৎসর মেয়াদে একটি নিবন্ধনকৃত ইজারার অধীনে মূল্যবান বিনিময়ের পরিবর্তে দখল করা হইতেছে, সেই ক্ষেত্রে [৪০][কেন্দ্রীয় সরকার] যেই দিন হইতে গৃহটি নোটিশের অনুসরণে খালি করা হইয়াছে, উহা হইতে ছয় মাস মেয়াদে পূর্বে বর্ণিত ভাড়ার জন্য দায়ী হইবেন।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই নিম্নরূপ গণ্য হইবে না –

(ক) [৪০][কেন্দ্রীয় সরকার] কে এইরূপ দায়ী করা হইবে না যদি এই উদ্দেশ্যে একটি লিখিত দরখাস্ত মালিক কর্তৃক [৪১][স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার] এর নিকট নোটিশ জারির পনের দিনের মধ্যে পেশ না করা হয়; বা

(খ) [৪২][কেন্দ্রীয় সরকার] এবং মালিকের মধ্যে কোন চুক্তিকে সীমিতকরণ বা অন্যরূপে প্রভাবিতকরণ।

১৫। **ভাড়ার প্রশ্নে দেওয়ানী আদালতে মালিকের উল্লেখের ক্ষমতা।**- (১) যদি মালিক ধারা ৭ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশে বর্ণিত ভাড়া যুক্তিযুক্ত মনে না করেন, তাহা হইলে তিনি নোটিশ জারির [৪৩][ত্রিশ] দিনের মধ্যে [৪৪][বিষয়টি অধ্যায় ৪ এর বিধানসমূহ অনুসারে একটি দেওয়ানী আদালতে উল্লেখ করিতে পারেন] ঃ

---

[৩৬] দফা (খ) প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৪৯ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৩৭] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "সরকারের নিকট বিক্রয়ের জন্য" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৮] প্রাগুক্ত সূত্রে "সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৯] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৬ দ্বারা "একটি সালিশ কমিটি" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪০] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪১] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫, (১৯২৫ এর ১০) ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪২] মূল শব্দ "বর্ণিত সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল" প্রথমে প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত এবং পরবর্তীতে প্রশসানিক আদেশ ১৯৬১, বিষয় ২ দ্বারা (২৭ মার্চ, ১৯৫৬ হইতে) উপরে বর্ণিতরূপে পাঠের জন্য সংশোধিত।

[৪৩] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৭ দ্বারা "পনের" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৪] প্রাগুক্ত সূত্রে "আবশ্যক যে বিষয়টি [স্টেশন এর কমান্ডিং অফিসার দ্বারা একটি সালিশ কমিটির নিকট উলেণ্ডখ করা হউক" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত। বন্ধনীর ভিতরের শব্দসমূহ ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০), ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৫][শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৩০ এর অধীনে জেলার কমান্ডিং অফিসার এর নিকট একিট দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে, ত্রিশ দিন সময় ঐ দিন হইতে গণনা করা হইবে যেই দিন মালিক ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে আপীল এর ফলাফলের নোটিশ প্রাপ্ত হইবেন]।

(২) যদি মালিক বর্ণিত সময়ের মধ্যে এইরূপ [৪৬][উল্লেখ] না করেন তবে তিনি এইরূপ প্রস্তাবিত ভাড়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৬। **মেরামতের প্রশ্নে মালিকের উল্লেখের ক্ষমতা**।- (১) যদি তিনি ধারা ৭ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে, [৪৭][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] নোটিশের মাধ্যমে তাহাকে নোটিশে নির্ধারিত, অনধিক [৪৮][ত্রিশ] দিনের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করা আবশ্যক করিতে পারেন যেইরূপ নোটিশে নির্দিষ্ট করা হইবে।

(২) যদি মালিক উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারিকৃত নোটিশের অন্তর্গত ফরমায়েশ সম্পর্কে আপত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি নোটিশ জারির [৪৮][ত্রিশ] দিনের মধ্যে [৪৯][বিষয়টি অধ্যায় ৪ এর বিধানসমূহ অনুসরণে একটি দেওয়ানী আদালতে উল্লেখ করিতে পারেন] ঃ

[৫০][শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৩০ এর অধীনে জেলার অফিসার কমান্ডিং এর নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ত্রিশ দিন সময় ঐ দিন হইতে গণনা করা হইবে, যেই দিন মালিক ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে আপীলের ফলাফল সম্পর্কিত নোটিশ প্রাপ্ত হইবেন।]

[৫১][(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রত্যেক উল্লেখ এর সংগে মেরামতের, যদি থাকে, একটি প্রাক্কলন সংযুক্ত থাকিবে, যাহা মালিক গৃহটিকে একটি যুক্তিযুক্ত মেরামতের পর্যায়ে স্থাপন করিতে প্রয়োজন বিবেচনা করেন।]

[৫২][১৭। **মেরামত করানো এবং ব্যয় আদায়ের ক্ষমতা**।- যদি মালিক ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারিকৃত একটি নোটিশ মান্য করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস বা গণপূর্ত বিভাগ, স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে এবং ঐ ধারায় অর্পিত উল্লেখের অধিকার সত্বেও, নোটিশে বর্ণিত মেরামতসমূহ [৫৩][কেন্দ্রীয় সরকারের] ব্যয়ে করাইয়া লইতে পারেন, এবং উহার ব্যয়, বা যেই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত পরিমাণ অর্থ, মালিককে প্রদেয় ভাড়া হইতে বিকলন করিতে পারেন।]

১৮। **ক্যান্টনমেন্ট গৃহ সম্পর্কিত স্বার্থ বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে**।- যেই সকল প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হস্তান্তর, উত্তরাধিকার বা আইন বলবৎ হওয়ার মাধ্যমে, একজন মালিকের একটি ক্যান্টনমেন্ট বা ক্যান্টনমেন্টের অংশে অবস্থিত কোন গৃহ বা গৃহের অংশ বিশেষ সম্পর্কিত স্বার্থ বিকেন্দ্রীকৃত হয়, যাহা সম্পর্কে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন বর্তমানে বলবৎ আছে, তিনি এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণের এক মাসের মধ্যে [৪৭][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] এর নিকট ঐ ঘটনার নোটিশ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি তিনি যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত ঐরূপ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন যাহা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে।

---

[৪৫] শর্ত, ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন ১৯৩৩, (১৯৩৩ এর ২৪) ধারা ২ দ্বারা সংযুক্ত।

[৪৬] ১৯৩০ সনের ৯ নং আইন, ধারা ৭ দ্বারা "লিখিত ফরমায়েশ" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৭] ১৯২৫ সনের ১০ নং আইন, ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৮] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন ১৯৩০ দ্বারা "পনের" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৯] প্রাগুক্ত সূত্রে "আবশ্যক যে বিষয়টি স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক একটি সালিস কমিটিতে উলেণ্ডখ করা হউক" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫০] শর্ত, ক্যান্টনমেন্টস গৃহ-আবাসন সংশোধন আইন ১৯৩৩, (১৯৩৩ এর ২২) ধারা দ্বারা যুক্ত।

[৫১] উপ-ধারা (৩) ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ৮ দ্বারা যুক্ত।

[৫২] প্রাগুক্ত সূত্রে ধারা ৯ দ্বারা মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৩] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "সরকার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

পরিচ্ছেদ-৪

উল্লেখের ক্ষেত্রে এখতিয়ার

১৯। **উল্লেখের ক্ষেত্রে এখতিয়ার।**- এই আইন এর অধীনে সকল উল্লেখ জেলা জজ এর আদালতে দরখাস্তের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা উহার বিচার করা হইবে।

২০। **আদালতের কার্যপদ্ধতি এবং ক্ষমতা।**- এই আইনের উল্লেখসমূহ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৪১ এর অধীনে কার্যবিধি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহাদের বিচারের সময় আদালত ঐ কার্যবিধির অধীনে উহার যেই কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

২১। **তদন্তের পরিধি সীমিতকরণ।**- এই আইনের অধীনে একটি উল্লেখের ক্ষেত্রে আদালতের নিকট উল্লেখিত বিষয়েসমূহের তদন্তের পরিধি এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে বিবেচিত হওয়ার মধ্যে সীমিত থাকিবে।

২২ হইতে ২৮। [**রহিতকরণ**] রহিতকরণ আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ এর ১২) দ্বারা রহিত।

[৫৪]পরিচ্ছেদ-৫

আপীল

[৫৫][২৯। **হাইকোর্টে আপীল।**- (১) জেলা জজ এর আদালতে একটি উল্লেখের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এই ধারার অধীনে কোন আপীল গৃহীত হইবে না, যদি উহা যেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা হয়, উহা ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে করা না হয়।

(৩) এই ধারার অধীনে কৃত একটি আপীল দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১০৮ এর অর্থের মধ্যে একটি আপীল হিসাবে গণ্য হইবে।]

[৫৬][৩০। **জেলার অফিসার কমান্ডিং এর নিকট আপীল।**- যেই গৃহ সম্পর্কে ধারা ৭ এর অধীনে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, উহার মালিক বা ভাড়াটিয়া, নোটিশ জারির [৫৭][দশ] দিনের মধ্যে, গৃহটি অধিকার করার জন্য স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার অফিসার কমান্ডিং এর নিকট আপীল করিতে পারেন।]

৩১। **আপীলের দরখাস্ত।**- (১) ধারা ৩০ এর অধীনে প্রত্যেক আপীল এর দরখাস্ত লিখিত রূপে এবং যেই নোটিশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে, উহার একটি কপিসহ করিতে হইবে।

(২) এইরূপ যেই কোন দরখাস্ত [৫৮][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] এর নিকট উপস্থাপন করা যাইতে পারে এবং সেই কর্মকর্তা উহা ধারা ৩০ এর অধীনে আপীলের শুনানীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রবর্তী করিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং যেই নোটিশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, উহার ব্যাখ্যা হিসাবে কোন রিপোর্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহা তিনি উহার সংগে সংযুক্ত করিতে পারেন।

---

[৫৪] ১৯৩০ সনের ৯ নং আইন, ধারা ১০ দ্বারা "সালিস কমিটি" নামক মূল পরিচ্ছেদ ৪ এবং যাহাতে পৃষ্ঠা ১৯ হইতে ২৮ ছিল, উহার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৫] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯) ধারা ১১ দ্বারা মূল ধারা ২৯ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৬] প্রাগুক্ত সূত্র, ধারা ১২ দ্বারা মূল ধারা ৩০ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৭] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩৩ (১৯৩৩ এর ২২), ধারা ৪ দ্বারা "একুশ দিন" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৮] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০), ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) যদি এইরূপ কোন দরখাস্ত সরাসরি জেলার অফিসার কমান্ডিং এর নিকট পেশ করা হয় এবং সংগে সংগে দরখাস্তের উপর আদেশ প্রদান জরুরী না হয়, সেইক্ষেত্রে জেলার অফিসার কমান্ডিং দরখাস্তটি রিপোর্টের জন্য [৫৯][স্টেশনের অফিসার কমান্ডিং] এর নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

৩২। **চূড়ান্ত আপীলে আদেশ**।- [৬০][(১)] এইরূপ কোন আপীল এর উপর জেলার [৬১][× × ×] কমান্ডিং অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত হইবে এবং গৃহটি একটি ক্যান্টনমেন্ট বা ক্যান্টনমেন্টের অংশের ভিতরে অবস্থিত, যেইখানে এই আইন প্রযোজ্য নহে, এই কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে উহা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ঃ

শর্ত থাকে যে, কোন আপীলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপীলকারীর বক্তব্য ব্যক্তিগতভাবে বা কোন উকিলের মাধ্যমে শুনা না হয় বা তাহাকে শুনার যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদান করা না হয়, [৬২][এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় জেলার কমান্ডিং অফিসার উহার কারণসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন।]

[৬৩][(২) আপীলের ফলাফলের নোটিশ যতদ্রুত সম্ভব আপীলকারীকে এবং যেই ক্ষেত্রে আপীলকারী একজন ভাড়াটিয়া, সেইক্ষেত্রে গৃহের মালিককেও প্রদান করা হইবে।]

৩৩। **আপীল বিচারাধীন অবস্থায় কার্যক্রম স্থগিতকরণ**।- যেই ক্ষেত্রে ধারা ৩০ এর অধীনে [৬৪][উহাতে] নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে আপীলকারীর দরখাস্তের উপর নোটিশের সকল কার্যক্রম, আপীলের সিদ্ধান্ত প্রদান পর্যন্ত স্থগিত করা হইবে।

পরিচ্ছেদ-৬

সম্পূরক বিধানসমূহ

৩৪। **নোটিশ এবং ফরমায়েশসমূহ জারিকরণ**।- এই আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যেক নোটিশ বা ফরমায়েশ লিখিতভাবে, যেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রদত্ত বা কৃত তাহার বা তাহার যথাযথভাবে নিযুক্ত এজেন্ট দ্বারা দস্তখতকৃত অবস্থায় প্রদান করিতে হইবে এবং উহা যেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইতেছে, তাহার বা যেই ক্ষেত্রে মালিক ক্যান্টনমেন্ট বা উহার সন্নিকটে বাস করেন না সেই ক্ষেত্রে, [৬৫][ক্যান্টনমেন্ট আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২৮২ এর দফা (২৯) অনুসারে প্রণীত উপ-আইনের অনুসরণে] নিযুক্ত তাহার এজেন্ট এর নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

[৬৬][৩৪ক। **তামাদির সময় গণনাকরণ**।- এই আইনের অধীনে কোন উল্লেখ করা আপীল দায়ের করার নির্ধারিত মেয়াদ তামাদি আইন, ১৯০৮ এর বিধানসমূহ অনুসারে গণনা করা হইবে।]

৩৫। **বিধি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা**।- (১) [৬৭][কেন্দ্রীয় সরকার] এই আইনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় পূরণে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) বিশেষত: এবং পূর্বে বর্ণিত ক্ষমতার সাধারণ দিক ক্ষুণ্ন না করিয়া বিধিসমূহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে ঃ-

---

[৫৯] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০) ধারা ৬ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬০] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩৩ (১৯৩৩ এর ২২) ধারা ৫ দ্বারা মূল ধারা ৫ ঐ ধারার উপ-ধারা (১) হিসাবে পুন:নম্বর করা হয়।

[৬১] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯), ধারা ১৩ দ্বারা "বা জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড, ক্ষেত্রমতে" এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৬২] প্রাগুক্ত সূত্রে যুক্ত।

[৬৩] উপ-ধারা (২) ১৯৩৩ সনের ২২ নং আইন, ধারা ৫ দ্বারা যুক্ত।

[৬৪] ১৯৩০ সনের ৯ নং আইন, ধারা ১৪ দ্বারা "ঐ ধারার উপ-ধারা (২) দ্বারা" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬৫] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০), ধারা ৪ দ্বারা "ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯১০ বা উহার অধীনে প্রণীত যেই কোন বিধির অধীনে" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬৬] ধারা ৪৪ক, ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর ৯), ধারা ১৫ দ্বারা সন্নিবিষ্ট।

[৬৭] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা "গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬৮][*(ক)* × × × × × × ×]

(খ) প্রবেশ, পরিদর্শন, পরিমাপ বা জরিপ এর ক্ষমতা নির্ধারণ করিতে পারে, যাহা এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত কোন বিধির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় পূরণে প্রয়োগ করা হইতে পারে।

৩৬। **বিধি সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধানসমূহ।**- (১) ধারা ৩৫ এর অধীনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ, পূর্বে প্রকাশিত বিধিসমূহ প্রণয়নের শর্তসমূহ সাপেক্ষে এবং ঐগুলি [৬৯][সরকারী গেজেটে] প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ না হওয়া এবং এইরূপ অন্য কোন উপায়ে (যদি থাকে) যাহা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ করিতে পারেন, প্রকাশনা না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হইবে না।

(২) ধারা ৩৫ এর অধীনে যেই কোন বিধি [৭০][পাকিস্তানের] সকল ক্যান্টনমেন্ট বা ক্যান্টনমেন্টসমূহের অংশের জন্য, যাহাতে এই আইন বর্তমানে কার্যকর, উহাদের জন্য সাধারণভাবে এবং এইরূপ ক্যান্টনমেন্টসমূহ বা উহাদের অংশসমূহের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইবে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ করে।

(৩) ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রণীত বিধিসমূহের একটি কপি, যাহা একটি ক্যান্টনমেন্টে সাময়িকভাবে বলবৎ আছে, উহা সকল যুক্তিযুক্ত সময়ে বিনামূল্যে পরিদর্শনের জন্য ক্যান্টনমেন্ট [৭১][বোর্ড] অফিসে উন্মুক্ত রাখা হইবে।

(৪) ধারা ৩৫ এর দফা (খ) এর অধীনে কোন বিধি প্রণয়নের সময় [৭২][কেন্দ্রীয় সরকার] নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে, যেই কেহ, পাকিস্তান ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২১ এর অর্থের মধ্যে একজন সরকারী কর্মচারী না হইয়া, কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ, পরিদর্শন, পরিমাপ বা জরিপ করিতে বাধা প্রদান করেন, তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন যাহা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এবং চলমান অপরাধের ক্ষেত্রে, জরিমানা দ্বারা, যাহা এতদ্‌পূর্বে বর্ণিত জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে অপরাধ চলাকালীন প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে।

৩৭। **অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৫৬ এর অপ্রযোজ্যতা।**- কোন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৫৬ এর অর্থে, এই আইন দ্বারা বা উহার অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধের মামলায়, তিনি ক্যান্টনমেন্ট [৭৩][বোর্ড] এর একজন সদস্য বা মামলার আদেশ প্রদান বা অনুমোদন করিয়াছেন, শুধু এই কারণে উহাতে একটি পক্ষ, ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থবান হিসাবে গণ্য হইবেন না।

৩৮। **আইনের অধীনে কার্যরত ব্যক্তিদের নিরাপত্ত।**- এই আইনে বা এই আইনের অধীনে জারিকৃত কোন আইনগত নোটিশ বা আদেশের অনুসরণে সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোন মামলা বা অন্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৯। **[রহিত]** *রহিতকরণ আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ এর ১২), ধারা ২ এবং তফসিল দ্বারা রহিত।*

তফসিল – (রহিত আইনসমূহ) রহিতকরণ আইন, ১৯২৭, (১৯২৭ এর ১২), ধারা ২ এবং তফসিল দ্বারা রহিত।

---

[৬৮] দফা (ক), ১৯৩০ সনের ৯ নং আইন, ধারা ১৬ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৬৯] প্রশাসনিক আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা "ভারত গেজেট" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭০] কেন্দ্রীয় আইনসমূহ (আইন সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ এর ২১), ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা (১৪ অক্টোবর, ১৯৫৫ হইতে) "ফেডারেশনের প্রদেশসমূহ এবং রাজধানী" দ্বারা "বৃটিশ ভারত" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭১] রহিতকরণ এবং সংশোধন আইন ১৯৪০ (১৯৪০ এর ৩২), ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "কর্তৃপক্ষ" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭২] প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৩] ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ-আবাসন সংশোধন) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১০) ধারা ৬ দ্বারা "কমিটি" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।